101430 - এমন ব্যক্তকিে চুল দান করা কংিবা বক্রিকিরা যে এটা দয়িে নকল চুল (পরচুলা) বানাবে

প্রশ্ন

কোন নারীর জন্য তার চুল এমন কোন সংস্থাকে দান করা কি জায়যে হবে; যারা ক্যান্সারে আক্রান্ত, আগুনে পোড়া বা এ জাতীয় অন্য কছিুতে আক্রান্ত শশিুদরে জন্য নকল চুল বানাতে এগুলো ব্যবহার করে।

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

এক:

ফকিাহবদিদরে মধ্যে এই মর্মে কোন মতভদে নাই য, মানুষরে চুল বক্রিকিরা নষিদ্ধি। কনেনা চুল মানুষরে শরীররে একটি অংশ। মানুষ সম্মানতি। মানুষরে কোন অঙ্গ বক্রিকিরা মানে মানুষকে অপমানতি করা।

“আল-মাওসুআ আল-ফকিহয়িযা”-তে (২৬/১০২) এসছে:

ফকিাহবদিগণ এই মর্মে একমত য, মানুষরে চুল বক্রিকিরা ও ব্যবহার করা নাজায়যে। কনেনা মানুষ সম্মানতি। আল্লাহ্ তাআলা বলনে: “আমি বনী আদমকে সম্মানতি করছে।ি” তাই মানুষরে কোন অংশকে অসম্মানতি করা নাজায়যে।[সমাপ্ত]

দুই:

যারা চুল দয়িে নকল চুল (পরচুলা) বানায় তাদরেকে চুল দান করা প্রসঙ্গ:

নকল চুল ব্যবহার করা কখনও জায়যে; কখনও হারাম। যদি কোন ত্রুটকিে সংশোধন করার জন্য হয় তাহলে সটো জায়যে। আর যদি এর দ্বারা সাজসজ্জা উদ্দশ্যে হয় তাহলে সটো হারাম।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহে আল-উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

“পরচুলা পরা দুই ধরণরে:

১। এর দ্বারা সাজসজ্জা উদ্দশ্যে হওয়া; যাতে করে কোন নারীর মাথাকে চুলভর্তি দখো যায় এবং পরচুলা পরলে সটো

বাস্তবায়তি হয়। এই পরাটা বশিষে কোন ত্রুটগিত কারণে নয়। তাহলে পরচুলা পরা নাজায়যে। কনেনা এটি চুলরে সাথে চুল যুক্ত করার পর্যায়ভুক্ত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "ঐ নারীকে লানত করছেনে যে চুলরে সাথে চুল যুক্ত করার কাজ করে এবং যইে নারী এর গ্রাহক।"

২। কোন নারীর কোন চুলই না থাকা এবং নারীদরে কাছে এটি ত্রুটি হিসিবে গণ্য হওয়া এবং তার পক্ষে এ ত্রুটকিে লুকয়িে রাখা সম্ভবপর না হওয়া। তথা পরচুলা পরা ছাড়া এটি লুকয়িে রাখা সম্ভবপর না হওয়া। আমরা আশা করছি, সক্ষেত্রে তা পরার কারণে এমন নারীর কোন গুনাহ হবে না। কনেনা তা সাজ হসিবে নয়। বরং ত্রুটকিে দূর করার জন্য। তদুপরি সতর্কতা হচ্ছে এমন অবস্থাতওে পরচুলা না পরা। বরং ঘোমটা দয়িে মাথা ঢকেে রাখা; যাতে করে তার ত্রুটটিা প্রকাশ না পায়। আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।"[সমাপ্ত][ফাতাওয়া নুরুন আলাদ দারব]

তনিি আরও বলনে: "পরচুলা হারাম। এটি চুলরে সাথে চুল যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত। যদি প্রকৃতপক্ষে সটেি চুলরে সাথে চুল যুক্ত করার অন্তর্ভুক্ত না হয়; তদুপরি এটি নারীর মাথাকে প্রকৃত অবস্থার চয়েে বড় করে দখোয়; যা চুলরে সাথে চুল যুক্ত করার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম "ঐ নারীকে লানত করছেনে যে চুলরে সাথে চুল যুক্ত করার কাজ করে, যইে নারী এর গ্রাহক।" কন্িতু যদি কোন নারীর মাথায় কোন চুলই না থাকে; কংিবা টাক মাথা হয়: তাহলে পরচুলা ব্যবহার করতে কোন গুনাহ নইে; যাতে করে তনিি এ দোষটি ঢকেে রাখতে পারনে। কনেনা দোষ আড়াল করা জায়যে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন ব্যক্তকিে একটি স্বর্ণরে নাক গ্রহণ করার অনুমতি দয়িছেলিনে কোন এক যুদ্ধে যার নাকটি কাটা পড়ছে।"[সমাপ্ত][মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ উছাইমীন (১১/প্রশ্ন নং-৬৮)]

উপরোক্ত আলোচনার প্রক্ষেতিে যদি চুলরে দান গ্রহণকারী প্রতষ্ঠিান আগুনে পোড়া ব্যক্তি বা ক্যান্সাররে কারণে চুল পড়ে যাওয়া ব্যক্তি কংিবা এ ধরণরে অন্য কোন কারণে চুল না থাকা ব্যক্তদিরে জন্য নকল চুল বানায়; এবং তারা বশ্বিস্ত প্রতষ্ঠিান হয় তাহলে তাদরেকে দান করা জায়যে হবে। দানকারী এর বনিমিয়ে তার প্রভুর কাছে সওয়াবপ্রাপ্তরি আশা করবনে।

আর যদি প্রতষ্ঠিানটি বশ্বিস্ত না হয় কংিবা সাজসজ্জা হসিবে নকল চুল বানায় তাহলে তাদরেকে দান করা জায়যে হবে না।

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।